স্ট্রেচ মার্কস দূর করার ৫ অব্যর্থ ঘরোয়া উপায়

স্ট্রেচ মার্কস অনেকেরই সৌন্দর্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। স্ট্রেচ মার্কসের জন্য বেশি সমস্যায় পড়তে হয় নারীদের। কোমড়ে, পেটে, হাতে বা পায়ে স্ট্রেচ মার্কসের জন্য অনেক পছন্দসই পোশাক পড়তে সমস্যায় পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে এমন বেশ কয়েকটি ঘরোয়া উপায় রয়েছে যেগুলি কাজে লাগিয়ে সহজেই স্ট্রেচ মার্কস দূর করা যায়। আসুন এবার সেই সব ঘরোয়া উপায় সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক-

আলুর রস-
পাতলা করে আলু কেটে আলুর রস স্ট্রেচ মার্কের ওপর আলতো করে মালিশ করুন। ৫-১০ মিনিট রেখে উষ্ণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এভাবে সপ্তাহ খানেক স্ট্রেচ মার্কের ওপর আলুর রস মাখতে পারলে ফল পাবেন হাতে নাতে।

ডিমের সাদা অংশ-
ডিমের সাদা অংশ ভাল করে ফেটিয়ে স্ট্রেচ মার্কের ওপর আলতো করে মাখিয়ে রাখুন। ১৫ মিনিট এ ভাবেই রেখে দিন। শুকিয়ে গেলে পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। তারপর কোনও ময়েশ্চারাইজার মেখে নিন। যত দিন না দাগ হালকা হচ্ছে, এই পদ্ধতি কাজে লাগান।

লেবুর রস-

যে কোনও দাগের ওপর লেবুর রস লাগিয়ে মালিশ করুন। এরপর ১০ মিনিট পর উষ্ণ পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। এ ভাবে সপ্তাহ খানেক স্ট্রেচ মার্কের ওপর লেবুর রস লাগিয়ে মালিশ করলে উপকার পাবেন।

হলুদ-
সরিষার তেল বা পানির সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে সেই মিশ্রণ একটু ঘন করে স্ট্রেচ মার্কসের ওপর লাগান। দিনে অন্তত ২ বার করে লাগান। ফল পাবেন হাতে নাতে।

অ্যালোভেরা জেল-
ত্বকের বেশির ভাগ দাগ দূর করতে প্রতিদিন অ্যালোভেরার রস বা জেল ব্যবহার করতে পারেন যত দিন না দাগ হালকা হচ্ছে। উপকার পাবেন।

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত রাসেল শেখকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন

বয়সে তরুণ মোঃ রাসেল শেখকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। বর্তমানে সে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মহাখালীর ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ব্যয়বহুল চিকিৎসা করাতে হিমশিম খেয়ে আর একার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তার দরিদ্র ভ্যানচালক পিতা ইসলাম আলীর।

রাসেল কুমারখালির পান্টি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এই অসহায় সন্তানকে বাঁচাতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তার পরিবার। হয়তবা সকলের দোয়া ও আার্থিক সহযোগিতায় রাসেল আবার সকলের মাঝে সুস্থ্য হয়ে ফিরে আসতে পারে।

তাই নিজ নিজ সামর্থ্য মতো একটি ফুলকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে সহযোগিতা চেয়েছেন তার পরিবার।অর্থ সহযোগিতা করতে পারেন, বিকাশ নাম্বার-০১৭৭০-৪৭৮০২৮।

চুয়াডাঙ্গায় প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান করলেন পুলিশ

সুপার”

বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী” ফেসবুক গ্রুপে আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের গোপীনগর গ্রামের আব্দুল মালেকের স্ত্রী পঙ্গুত্ব বরণ করে অসহায় জীবনযাপন করছেন এমপি একটি স্ট্যাটাস দেখে তাকে হুইল চেয়ার প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

গতকাল বুধবার দুপুর ২ টার সময় ওই গ্রুপের মডারেটর সাঈদ হুসাইন ও ইউনুস চৌধুরী প্রতিবন্ধী খাইরুন নেছাকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নিয়ে গেলে পুলিশ সুপার তাকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করেন।

এসময় পুলিশ সুপার বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তার সাধ্যমত জনগণকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এসময় তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন। সেখানে আরো উপস্থিত ছিল গ্রুপের চীফ এডমিন মশিউর রহমান, এডমিন মাসউদুর রহমান, মডারেটর মুহসিন, পারিকুল প্রমুখ।

করোনা: মেহেরপুরে নতুন আক্রান্ত ৭ জন, মোট ৫৪৮

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে গাংনীতে ৩, মুজিবনগরে ৪ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৫৪৮ জন।
বুধবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৪৬ টি রিপোটের মধ্যে ৭ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৫৫৬ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ১০৯ জনটি। (সদর ৪৯, গাংনী ৩৭, মুজিবনগরে ২৩) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১২ জন। (সদর-৬, গাংনী- ৫, মুজিবনগর -১)। সুস্থ

হয়েছেন ৩৮৫ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৭ জনকে।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- গাংনী চৌগাছার এসএম রাশেদুজ্জামান (৪১), হোসনে আরা (৫০), কুঞ্জনগর গ্রামের মখলেছুর রহমান (৩৮), মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালির রমজান আলী (৭০), কোমরপুরের পারভিনা খাতুন (৩৬), যতারপুরের ফকির মোহাম্মদ (৬৮), একই গ্রামের মোবিনা খাতুন (৬০) ।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করলেন এমপি খোকন

মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আকস্মিক পরিদর্শন করেন। সেখানে রোগীদের খাবারের মান দেখে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন তিনি। রোগীদের খাবার ও সেবা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন সুযোগ নেই উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের হুঁসিয়ারী দেন তিনি।

আজ বুধবার বেলা দেড় টার সময় হঠাৎ করেই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপস্থিত হন এমপি খোকন। তিনি প্রথমে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাবুর্চি খানায় গিয়ে উপস্থিত হন। রোগীদের জন্য নিম্নমানের চাউল রান্না করা হয়েছে, তরকারি হিসেবে যে সব্জি ও মাংস রান্না করা হয়েছে সেটাও মানসম্মত নয়। তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ না করারও অভিযোগ পান তিনি।

এ ছাড়াও খাদ্য তালিকায় সকালের নাস্তায় রোগী প্রতি ১টি মুরগীর ডিম, ২টি পাকা কলা, ১০০ গ্রাম উন্নতমানের পাউরুটি (২পিস)।

দুপুর ও রাতের খাবারে ৩৫০ গ্রাম চাউল (সিদ্ধ) মাঝারী, ৪০ গ্রাম মসুরের ডাল, ৪০ গ্রাম সোয়াবিন তেল, ১৪ গ্রাম লবন (আয়োডিন যুক্ত), ৮০ গ্রাম মাংস (খাসী) অথবা ২৬০ গ্রাম দেশী মুরগীর মাংস, অথবা ৩২৫ গ্রাম ফার্মের মুরগীর মাংস, অথবা ২৩৬.৩৬ গ্রাম (রুই,কাতলা,মৃগেল) মাছ, অথবা ২৮৮.৮৮ গ্রাম (গ্রাস কার্প, সিলভার

কার্প, আমেরিকান রুই) মাছ, ৫৮ গ্রাম গোল আলু, ১ কেজি জ্বালানী শুকনা কাঠ (আম), ১০০ গ্রাম পেঁপেঁ/ মিষ্টি কুমড়া, অথবা ১৫৬.২৫ গ্রাম লাউ, অথবা ২৫০ গ্রাম পাতা/ফুল কপি, ২৫ গ্রাম পিঁয়াজ, ১০ গ্রাম রসুন, ৪ গ্রাম জিরা, ২ গ্রাম হলুদ (গুড়া), ৫ গ্রাম শুকনা মরিচ (গুড়া), ৩ গ্রাম ধনিয়া (গুড়া), ২ গ্রাম আদা, ১.৮৪ গ্রাম গরম মসলা (এলাচ,দারচিনি,লবঙ্গ) সর্বমোট ১২৫ টাকা মূল্যের খাবার সরবরাহের নির্দেশনা থাকলেও রোগীদের নিকট থেকে না পাওয়ার অভিযোগ উঠছে প্রতিনিয়ত।

সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে ঠিকাদারকে সতর্ক করে পরবর্তীতে সিডিউল বহির্ভূত কোন খাদ্য সামগ্রী পরিবেশন করা হলে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁসিয়ারী দেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও (রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার) সাদিয়া সুলতানাকে প্রতিনিয়ত তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেন।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মস্তফা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম, আরএমও ডাঃ সাদিয়া সুলতানা, ডাঃ এম কে রেজা, প্রধান সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন, বাবুর্চি লাইলী খাতুন, ঠিকাদার ঝন্টু মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ

কুষ্টিয়া শহরের একটি বেসরকারী ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসায় শাপলা খাতুন নামে এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।

আজ বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের কাষ্টম মোড়স্থ শাপলা ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রোগির স্বজন ও এলাকাবাসি ক্লিনিক ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কুমারখালী উপজেলার সোন্দা গ্রামের জুলের সন্তানসম্ভাবা স্ত্রী শাপলা খাতুনকে ওই ক্লিনিকে ভর্তি করা হয় মঙ্গলবার রাতে। পরে ওই রাতেই তার সিজারিয়ান অপারেশন হয়। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের চাহিদা মত রোগির স্বজনরা রোগির জন্য রক্ত এনে দেন।

তবে রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, তাদের সরবরাহ রক্ত না দিয়ে ক্লিনিকের লোকজন ভুল গ্রুপের রক্ত পুশ করে রোগীর শরীরে। এতে রোগির অবস্থার অবনতি হয়। পরে সকালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় রোগির স্বজন ও এলাকাবাসি ক্লিনিকে বিক্ষোভ দেখায়। পরে পুলিশ এসে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্ব্স দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

করোনা: মেহেরপুরে নতুন আক্রান্ত ১৫ জন, মোট ৫৪১

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদরে ৯ জন, গাংনী ৪, মুজিবনগর ২ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৫৪১ জন।
মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৫৩ টি রিপোটের মধ্যে ১৫টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৭০৮ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ১২৫টি। (সদর ৬৩, গাংনী ৪৩, মুজিবনগর ১৯) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১১ জন। (সদর-৫, গাংনী- ৫, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন 3৩১৮ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৫ জনকে।

ভিন্নভাবে পাওয়া করোনা আক্রান্তরা হলেন- গাংনীর বামন্দীর বুলবুল,মোহাম্মদপুরের ইদ্রিস আলী, থানাপাড়ার সুফিয়া খাতুন, ব্যাংকার আব্দুল হাকিম, মুজিবনগরের মানিকনগরের নুরজাহান, আসাদুজ্জামান, মেহেরপুর সদরের বাড়িবাঁকার আলমগীর হোসেন, সুমন আলী, দিঘিরপাড়ার ফজলুর রহমান, মদনার মিরাজুল, কামদেবপুরের

আব্দুল্লাহ, বাড়িবাঁকার তরিকুল ইসলাম, শহরের মিয়াপাড়ার মহিদুল ইসলাম, হসপিটাল পাড়ার গিয়াসউদ্দিন,মল্লিক পড়ার মিজানুর রহমান।

গাংনীতে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করলেন পৌর মেয়র

করোনা প্রতিরোধে বাসযাত্রী ও পথচারীদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করেছে মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে কাউন্সিলর ও পৌর কর্মকর্তা কর্মচারীগণ বিনামূল্যে এ মাস্ক বিতরণ করেন।

মাস্ক বিতরণের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাব কমাতে সচেতনা অত্যন্ত জরুরী। নিজের ও পরিবারের সুরক্ষার জন্য মাস্ক ব্যবহার প্রত্যেককে নিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় তিনি পথচারী ও যানবাহনে ভ্রমনরত মানুষকে পৌরসভার মনোগ্রাম সংবলিত মাস্ক বিনামূল্যে প্রদান করেন। এ সময় ৫ হাজার মাস্ক বিতরনের ঘোষণা দেন তিনি।

করোনায় আরও ৩৫ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ১৯৫০

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৩১৬ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ১ হাজার ৯৫০ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৩ লাখ ১৪ হাজার ৯৪৬ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ২৯০ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৮ হাজার ১৭৭ জন।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ২০৯টি নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৯৫০ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ৩ লাখ ১৪ হাজার ৯৪৬।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ১৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়ার রোগীদের মধ্যে ২১ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৩১৬ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হলো।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ২৯০ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৮ হাজার ১৭৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৬৬ দশমিক ১০ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর

স্বাস্থ্যের ডিজিকে জাফরুল্লাহর চিঠি

অনুমোদন ছাড়াই গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে আরটিপিসিআর পরীক্ষা, ব্ল্যাড ট্রান্সফিউশন ও প্ল্যাজমা সেন্টার পরিচালনা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যোগাযোগ করার পর এ বিষয়ে সক্রিয় হয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। গতকাল সোমবার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু গণমাধ্যমকে চিঠির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু জানান, গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে করোনাসহ অন্যান্য রোগ নির্ণয়ে মলিকিউলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আরটিপিসিআর (রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টজ পালিমারেজ চেইন রিয়্যাকশন) পরীক্ষা, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টার চালুর অনুমোদনের বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, সোমবার দুপুর ১টার দিকে পরিচালক, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ফোনে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলা হয়, আপনাদের অনুমোদন নেই এবং আরটিপিসিআর পরীক্ষা, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টার বন্ধ করবেন। কাজ চালু রাখলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আরটিপিসিআর ফর কভিড-১৯ ও ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টারের জন্য আলাদা অনুমতি চেয়ে চিঠি দিতে হবে।

চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয়, গত ১২ আগস্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবরে (সংযুক্ত – ১) জিআর কভিড-১৯, আরটিপিসিআর পরীক্ষা ও প্লাজমা সেন্টার কার্যক্রম চালু করার জন্য ই-মেইলে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে ৩১ আগস্ট পুনরায় চিঠি দেওয়া হয়।

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল (নিবন্ধন কোড: HSM67316), গণস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনোসটিক সেন্টার (নিবন্ধন কোড: HSM32496), গণস্বাস্থ্য ব্লাড ব্যাংক অ্যান্ড ট্রান্সফিউশন সেন্টার (নিবন্ধন কোড: HSM05039), লাইসেন্সের আবেদন আপনাদের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) বিবেচনাধীন আছে। পরিচালক হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বক্তব্য জনস্বার্থবিরোধী ও অবিবেচনাপ্রসূত। ওনার বক্তব্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

দুর্বলতা এরই মধ্যে আমি প্রধানমন্ত্রী বরাবরে খোলা চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের উদ্দেশে আরো বলা হয়, আশা করি আপনি অবগত আছেন যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ‘বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল’কে স্বাধীনতা উত্তরকালে ‘গণস্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন কেন্দ্র’ নাম দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং ১৯৭৪ সালে সরাসরি নির্দেশ জারি করে ওই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রায় ৩১ একর জমি হুকুম দখল করিয়ে দিয়েছিলেন।

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল, গণস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, গণস্বাস্থ্য ব্লাড ব্যাংক অ্যান্ড ট্রান্সফিউশন সেন্টার, গণস্বাস্থ্য জনহিতকর দাতব্য ট্রাস্টের অধীন সম্পূর্ণ অলাভজনক সংগঠন। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ব্যাপক কার্যক্রম ও সফলতার জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার ‘স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার’ পেয়েছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

গত ২৪ মে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল হিসেবে দেশ তথা পৃথিবীর বর্তমান কভিড-১৯ জনিত মহামারি অবস্থায় আমরা আমাদের হাসপাতালে দেশের প্রচলিত নিয়মে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সহায়তায় স্বল্পমূল্যে কভিড-১৯ এর জন্য আরটিপিসিআর পরীক্ষা এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টার চালু করতে ইচ্ছুক।

আশা করি, আমরা আপনার কাছ থেকে যথাযথ সহায়তা এবং দ্রুত অনুমোদন পাবো। আপনার সুবিধাজনক সময়ে আমাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করে জনগণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনার সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন